বাংলা নাটকে লোকনাট্যের প্রভাব

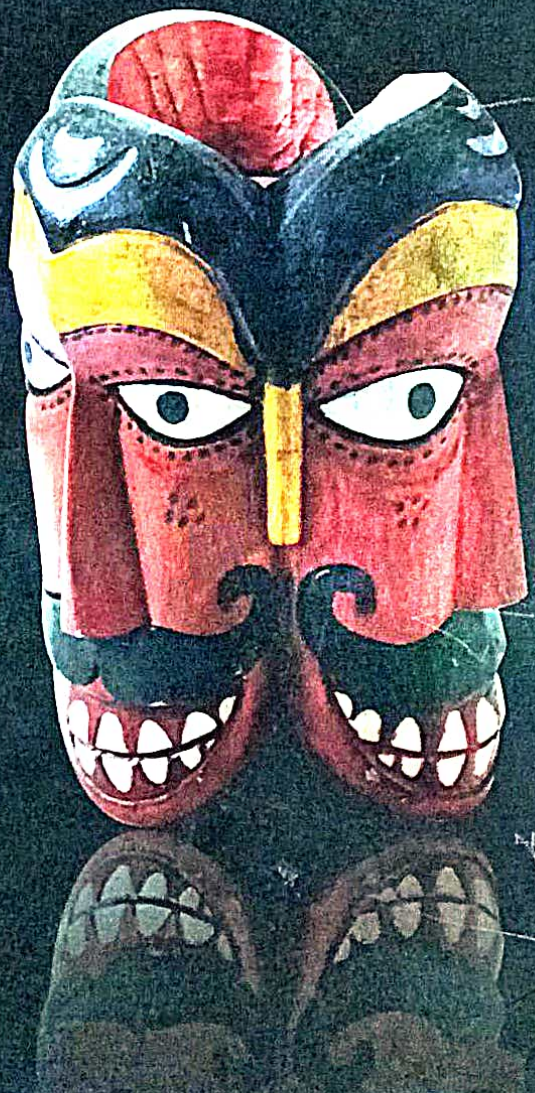

সম্পাদনা
বসুধা বিশ্বাস • মোস্তাক আহমেদ

বাংলা নাটকে লোকনাট্যের প্রভাব

ড. মোহিনীমোহন সর্দার
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় (বারাসাত)

'লোকনাট্য' শব্দটি 'লোক' এবং 'নাট্য' শব্দ দুটির একত্রিত রূপ, যাকে ইংরেজিতে 'Performing Art'-রূপেও চিহ্নিত করা যেতে পারে। 'লোক' শব্দের ইরেজি প্রতিশব্দ হিসাবে 'Folk' শব্দটি সাধারণত ব্যবহার করা হয়; যদিও শব্দ দুটির অর্থসাম্য নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানান বিতর্ক আছে। 'লোক' শব্দের অর্থে অজিতকুমার ঘোষ জানিয়েছেন—

> "লোক শব্দটির আভিধানিক অর্থ মানুষ বা ব্যক্তি হলেও বর্তমানে বিশেষ অর্থে নাগরিক মানব সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ ঐতিহ্যধারাবাহী গ্রামীণ মানব সম্প্রদায়কেই বোঝায়।"

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন —

> "একটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী গ্রামীণ যে মানব গোষ্ঠী দীর্ঘকাল ধরে জাতিগত একটা প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে, সেই মানব গোষ্ঠীই হল 'লোক-গোষ্ঠী।"

আর 'নাট্য' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ইরেজিতে 'Theatre' এবং 'Drama' শব্দ দুটির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, যার অর্থ হল 'নটের কর্ম।' সুতরাং লোকনাট্য বলতে ইংরেজিতে 'Folk Theatre' এবং 'Folk Drama'-কেই বোঝান হয়ে থাকে, যার অর্থ আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের মতে—

"লোকজীবনের কাহিনীর ওপর ভিত্তি করে মুখে মুখে রচিত এবং অভিনীত নাটক।"

লোকনাট্যের সংজ্ঞায় লোকসাহিত্যের গবেষকরা জানিয়েছেন—

"লোকসমাজ কর্তৃক লোকভাষায় মৌখিক বা লেখ্যরূপে রচিত, অভিনীত, লোকসমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় লোকবেষ্টিত আসরে পরিবেশিত স্বল্প চরিত্র ও নৃত্যগীতবাদসমন্বিত, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও শাস্ত্র নিরপেক্ষ ঐতিহ্যানুসারী বিষয়, অঙ্গসজ্জা, অভিনয়রীতি প্রকরণাদি অনুবর্তিত বা কালানুক্রমে পরিবর্তিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় লোকজীবন ও লোকমানসকে প্রতিভাসিত করে যে দৃশ্যকলা, তাই লোকনাট্য।"

লোকনাট্য বলতে গম্ভীরা, আলকাপ, বোলান, ভোমনী, ষষ্ঠীমঙ্গল, কুশান, দোতরা, বিষহরা, লেটো, চোরা-চুরণী, খন, পালাটিয়া, হালুয়া-হালুয়াণী, বনবিবি, ছৌ, মাছানি, পুতুলনাচ, যাত্রা, ভাঁড়যাত্রা প্রভৃতি গ্রামীণ লোকনাট্যকেই বোঝান হয়ে থাকে। এক-একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে এক-একটি লোকনাট্য প্রচলিত। যেমন মালদহ জেলায় প্রচলিত লোকনাট্য 'গম্ভীরা', মুর্শিদাবাদে প্রচলিত 'আলকাপ', উত্তর-পূর্ব রায়বঙ্গে প্রচলিত 'বোলান', মালদহ জেলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে প্রচলিত লোকনাট্য 'ভোমনী', মেদিনীপুর জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত লোকনাটক 'ষষ্ঠীমঙ্গল', উত্তরবঙ্গ ও বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচলিত লোকনাট্য 'কুশান', 'দোতরা', 'বিষহরা', পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রচলিত লোকনাটক 'লেটো' প্রভৃতি।

লোকনাট্যে বিশেষ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকে, সেগুলি এইরূপ —

১. লোকনাট্য লোকসমাজ কর্তৃক রচিত হয়ে থাকে। লোকসমাজের মধ্যে প্রচলিত বিষয় বা যে ঘটনা সম্পর্কে লোকসমাজ অবহিত এমন বিষয়বস্তুই লোকশিল্পীগণ কর্তৃক আহৃত হয়। এই বিষয়বস্তুকে লোকনাট্যের শিল্পীগণ সমবেত প্রচেষ্টায় নাট্যরূপ দান করে থাকেন।

২. লোকনাট্যে একাধিক চরিত্র সহায়তায় ঘটনা বিশেষের দ্বন্দ্বময় উপস্থাপনা লক্ষ করা যায়। সমগ্র লোকসমাজ এর স্রষ্টা। এ সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত। ব্যক্তিস্রষ্টা যদি কোথাও থাকে তো সে উপলক্ষ মাত্র। অর্থাৎ সে সমগ্র লোকসমাজেরই প্রতিনিধি। ব্যক্তির সৃষ্টিকে ইচ্ছেমতো বদলে নিতে লোকসমাজের বাধে না। যতক্ষণ না লোকসমাজের মনোমতো অর্থাৎ রুচি, ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-সংস্কার ও নীতিবোধের অনুকূল হয়, ততক্ষণ চলে এই ভাঙা-গড়ার পালা।

৩. কৃষিকেন্দ্রিক গ্রামীণ লোকসমাজের মধ্যেই লোকনাট্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। লোকনাট্যের সূচনালগ্নে শিল্পরূপে লোকজীবনে এর কোনো পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। যাদুমূলক ক্রিয়াচক্রের সূত্রে অভিনয়, নৃত্য, গীত ছিল জীবনচর্যারই অপরিহার্য অঙ্গ। পরবর্তীকালে

দেব-দেবীর উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে এইসব নৃত্য-গীতাভিনয়ে দর্শক বা অংশগ্রহণকারীদের আনন্দলাভের আকাঙ্ক্ষারও পরিতৃপ্তি ঘটতে শুরু করে। লোকসমাজের মধ্যে এইভাবেই লোকনাট্যের উদ্ভব ঘটতে থাকে। এই 'নাটক প্রাথমিক স্তরে নৃত্যগীতবহুল লোকনাট্য রূপেই বর্তমান ছিল।' কালক্রমে এই নৃত্যগীতাভিনয়ের মধ্যে সংলাপের অনুপ্রবেশ ঘটে এবং নাটকীয় রূপের পৃথক আত্মপ্রকাশ উত্তরোত্তর উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠতে থাকে। প্রথম পর্বে লোকনাট্য আচার-অনুষ্ঠানের অঙ্গরূপে অভিনীত হলেও পরবর্তীকালে লোকনাট্যের একটি ধারা আচার-অনুষ্ঠানের খোলস থেকে বেরিয়ে এসে আচার-নিরপেক্ষ অনানুষ্ঠানিক লোকনাট্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু অপর ধারাটি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই সংযুক্ত থেকে প্রবাহিত হয়ে চলে। বাংলার লোকনাট্যাঙ্গনের ক্ষেত্রে এই দুই শ্রেণির লোকনাট্যই প্রচলিত। যেমন গম্ভীরা, বোলান, চোরা-চুরণী প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক লোকনাট্য এবং আলকাপ, লেটো, পুতুলনাচ প্রভৃতি অনানুষ্ঠানিক লোকনাট্য।

৪. লোকনাট্যের কোনো script থাকে না। তা অভিনেতাদের মুখে মুখে রচিত হয়। অবশ্য কোনো কোনো লোকনাট্যে সাম্প্রতিককালে লিখিত রূপও দেখা যায়।

৫. লোকনাট্যের বিষয়বস্তু কী হয় তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে বিতর্ক আছে। কেউ কেউ লোকনাট্যের বিষয়বস্তু হিসাবে লোকজীবন-আশ্রয়ী সামাজিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন; আবার কারো কারো মতে ধর্মমূলক বিষয়বস্তুই লোকনাট্যে প্রধান অবলম্বন। তবে লোকনাট্যের বিষয়ে পুরাণ-নির্ভর কাহিনি, লৌকিক দেব-দেবী, মহাপুরুষ চরিত্র, পীরমাহাত্ম্যমূলক কাহিনি, রূপকথাশ্রয়ী আরব্য উপন্যাসের কাহিনি, স্থানীয় ইতিহাস আশ্রয়ী কাহিনি, সামাজিক প্রসঙ্গ আশ্রয়ী কাহিনি, হাস্যকৌতুকমূলক কাহিনিও লক্ষ করা যায়।

৬. লোকনাট্যের মধ্যে নাচ, গান ও বাজনার বিশেষ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। লোকনাট্যের নাচে লোকনৃত্যের প্রভাব যেমন আছে, তেমনি আধুনিক সিনেমায় পরিবেশিত জনপ্রিয় নাচের প্রয়োগও লক্ষ করা য়ায়। গানে লোকসঙ্গীতের প্রয়োগ থাকে; আর বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ঢাক, ঝুরি, কাঁসি, বেনা, মুখাবাঁশী, দোতরা, ঢোল, খোল, মাদল, ধামসা, ডুগডুগি প্রভৃতির প্রয়োগ দেখা যায়।

৭. 'আঞ্চলিক সংলগ্নতা' লোকনাট্যের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের লোকজীবন থেকে উদ্ভূত লোকনাট্য ঐ বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেই অভিনীত হয়ে থাকে। অন্য অঞ্চলে তার প্রয়োগ সাধারণত দেখা যায় না। তবে 'Imigrant Folklore বা Migration of Folklore এর জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন—পুতুলনাচ। এই লোকনাট্যের অঞ্চল ছিল পূর্ববঙ্গ। কিন্তু দেশভাগের পরে

পূর্ববঙ্গের মানুষজন যেখানে যেখানে বসতি স্থাপন করেছেন, সে সব স্থানের প্রায় সর্বত্রই সুতোয় টানা পুতুলনাচ আধুনিককালে অভিনীত হতে দেখা গেছে।

৮. লোকনাট্যের সংলাপে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ খুবই লক্ষ করা যায়। সাধারণত লোকনাট্যের সংলাপ 'সুরেলা ও আবৃত্তিধর্মী' হয়ে থাকে।

৯. সাধারণত 'বন্দনা' দিয়েই লোকনাট্যের সূচনা হয়ে থাকে। তারপরে সুর ও গান সহযোগে শুরু হয় মূল নাটক।

১০. লোকনাটকের কোনো বাঁধা মঞ্চ থাকে না। খোলা জায়গায় নাটকের অভিনয় হয়। দর্শক ও নাট্যকুশীলবদের জন্য তেমন কোনো ব্যবধান থাকে না। নাট্যকুশীলবদের জন্য সাজঘর বা গ্রীনরুমও থাকে না। সব চরিত্রই উন্মুক্ত মঞ্চের চারিদিকে ঘিরে বসে থাকে, যখন যার অভিনয় করার প্রয়োজন হয়, তখন সে সেখান থেকে উঠে এসে অভিনয় করে, আবার গিয়ে সেখানেই বসে থাকে। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লোকনাটকেরও সাজঘর থাকে এবং সেক্ষেত্রে দর্শকের মধ্যে দিয়ে সাজঘরে যাওয়ার একটি অথবা দুটি সরু একজনের চলার মতো রাস্তাও থাকে। এইসব ক্ষেত্রে অভিনেতারা বিভিন্ন দিকের দর্শকদের দিকে ঘুরে ঘুরে অভিনয় করেন।

১১. নাট্যশাস্ত্রের কোনো নির্দেশ মেনে লোকনাট্য রচিত, অভিনীত হয় না। 'লোক ঐতিহ্যের অনুশাসনকে কেন্দ্র করে লোকনাটক আবর্তিত হয়। তাই লোকনাট্যে অঙ্ক, পর্ব, দৃশ্য, যবনিকা উত্তলন, যবনিকা পতন এসব থাকে না। অভিনয়ের সময় অভিনেতারা ইচ্ছাখুশি মতো সংলাপ বাড়াতে কিংম্বা কমাতে পারেন। দর্শক বা শ্রোতার চাহিদা মতো নতুন নতুন বিষয় সংযোজন কিংম্বা কোনো কোনো বিষয় বর্জনও করতে পারেন।

১২. লোকনাটকে সাজসজ্জা, অঙ্গসজ্জা ইত্যাদি থাকে খুব সামান্য। আলতা, মেটে সিঁদুর, তিলকমাটি, হাঁড়ির কালি, চুন ইত্যাদি সাধারণ জিনিষ দিয়ে সাজসজ্জা হয়। অভিনেতারা নিজেরাই সেই সাজসজ্জা করেন। মুখোশের ব্যবহারও দেখা যায়। লণ্ঠন, হ্যারিকেন, হ্যাজাক প্রভৃতির আলোয় অভিনয় চলে। তবে আধুনিককালে লোকনাট্যে ইলেকট্রিকের আলোর ব্যবহারও দেখা যায়; যদিও পরিশীলিত নাট্যকলায় আলোকসজ্জার যেসব উপকরণ ও পদ্ধতির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়, তা লোকনাট্যে পাওয়া যায় না।

১৩. লোকনাট্যে নারী-পুরুষ উভয় চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করেন। কোথাও কোথাও পেশাদার নারীশিল্পীকে অভিনয়ের জন্য ভাড়া করে আনতেও দেখা গেছে।

১৪. চাষ-বাস বা কর্মজীবনের ফাঁকে যেটুকু অবসর সময় থাকে তাকে আনন্দে কাটানোর জন্য লোকনাটকের শিল্পীরা লোকনাট্যের অভিনয় করেন। ফলে এরা প্রায় কেউ পেশাদার নাট্য অভিনেতা হন না। অবসর বিনোদনের জন্য অভিনয় করেন মাত্র।

বাংলা নাটকে লোকনাট্যের প্রভাব কতখানি এ নিয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ আছে। অনেকে মনে করেন বিলাতি স্টেজ অভিনয় দেখেই আমাদের দেশের লেখকেরা নাটক লেখায় উৎসাহিত হয়েছিলেন। তাঁদের বক্তব্য, নাটক বলতে এখন আমরা যে শিল্পমাধ্যমটিকে বুঝি তা আমাদের দেশে ইংরেজ আমলের আগে ছিল না। আবার কেহ কেহ মনে করেন আমাদের দেশে যে যাত্রা প্রচলিত ছিল, তার প্রভাবেই বাংলা নাটকের উৎপত্তি। 'যাত্রা' বলতে তাঁরা সেকালের লোকনাটককেই বুঝিয়েছেন; যেখানে রঙ্গমঞ্চে পর্দার বালাই ছিল না; শ্রোতা-দর্শকেরা আসর ঘিরে বসত। পশ্চাৎপট, দৃশ্যপট, যবনিকা কিছুই থাকত না। চরিত্রগুলি আসরে এসে নিজ নিজ পরিচয় দিত। সংলাপের কাজটি সারা হত গানে কিংম্বা ছড়ায়, কিংম্বা কচ্চিৎ গদ্যে। গদ্য অংশ সাধারণত উপস্থিত মতো মুখে মুখে রচিত হতো। প্রয়োজন হলে কাহিনির ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে অধিকারী বা বিবেক চরিত্র পয়ার অথবা ছড়ার ব্যবহার করে কাহিনির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করত। এই জাতীয় লোকনাটকের প্রভাবেই বাংলা নাটকের উদ্ভব।

যাঁরা বাংলা নাটকের উদ্ভবে লোকনাট্যের এই প্রভাবকে স্বীকার করতে চান না, তাঁদের দাবি ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে বিলাতি ধরনের রঙ্গমঞ্চে হেরাসিম লেবেডেফ নাটকের যে অভিনয় করিয়েছিলেন সেখান থেকেই অভিনয়যোগ্য নাট্যরচনার আরম্ভ, যার শুরুতেই মঞ্চসজ্জা, দৃশ্য-পরিকল্পনা ইত্যাদি ছিল। ফলে লোকনাট্যের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিলই না বলা যায়। যদিও তথ্যনুসন্ধানে জানা যায়, লেবেডেফের নাটক অভিনয়ের পাশাপাশিই সেকালে কালীয়দমন, রামযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা প্রভৃতি লোকনাট্যের অভিনয় রাঢ়বঙ্গের অপেক্ষাকৃত নীচু জাতের ছেলেরা করত এবং তার বিনিময়ে তারা দর্শকদের কাছ থেকে দু-চারটে পয়সাও অঙ্গভঙ্গি করে আদায় করত ফলে বাংলা নাটকের আবির্ভাবে লোকনাট্যের যে কিছু প্রভাব আছে সেকথা স্বীকার করতেই হয়। সুকুমার সেন জানিয়েছেন—

> "বাংলা নাটকের উদ্ভব প্রাচীন যাত্রা হইতে হয় নাই, সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের মিলিত আদর্শেই বাঙ্গলা নাটকের উৎপত্তি। কিন্তু একটি বিষয়ে বাংলা নাটক প্রাচীন যাত্রার কাছে ঋণী। বাংলা নাটকে গানের অপরিহার্যতা পুরানো যাত্রা হইতেই আসিয়াছে।"

অধ্যাপক সেনের এই কথার সত্যতা পাওয়া যায় ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে রচিত জিসি গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' নাটকটির মধ্যে। গদ্য ও পদ্যের মিশ্রিত সংলাপে রচিত এই নাটকের মধ্যেও লোকনাট্যের মতো কয়েকটি গানের ব্যবহার আছে। তারাচরণ সিকদার তাঁর রচিত 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) নাটকের ভূমিকায় জানিয়েছেন —

> "এদেশে নাটকের ক্রিয়াসকল রচনায় শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদয় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত

করেন এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনে ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকেন।"

লোকনাট্যে এই সমস্ত প্রভাবকে তাই তারাচরণ সিকদার তাঁর নাটকে সচেতনভাবে বর্জন করেছেন। কিন্তু এই নাটকটিতেও সংলাপ পদ্যে রচিত হয়েছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেই পদ্য আবার পয়ার; তার থেকেও বড়ো কথা সেকালের যাত্রাগানের প্রভাব স্বীকার করে নাট্যকার এই নাটকটিতেও কয়েকটি গান সংযোজন করেছেন, যা লোকনাট্যের প্রভাবের কথাই স্মরণ করায়। পরবর্তীকালের বাংলা নাটক অবশ্য লোকনাট্যের এই প্রভাব থেকে মুক্ত। কোনো কোনো নাটকে লোকনাট্যের দু-একটি উপাদান থাকলেও প্রভাব বলতে যা বোঝায়, আধুনিক বাংলা নাটকে তা প্রায় নেই বললেই চলে।

অবশ্য এই ধারার ব্যতিক্রম ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। বহুক্ষেত্রে তিনি তাঁর নাটকে লোকনাট্যের প্রভাবকেই স্বীকার করেছিলেন। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'রঙ্গমঞ্চ' প্রবন্ধে তিনি জানিয়েছেন —

> "ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশ্যপটের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল, এইরূপ আমি বোধ করি না।"

অর্থাৎ লোকনাট্যের মতো রবীন্দ্রনাথও নাটকের দৃশ্যপটের ব্যবহারকে পছন্দ করতেন না। কারণ তিনি মনে করতেন 'কলাবিদ্যা যেখানে একেশ্বরী সেইখানেই তাঁহার পূর্ণগৌরব।' তাই সাজসজ্জা, দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জা, আলোকসজ্জা যদি নাটকে প্রকট হয়ে ওঠে তবে তার অভিনয় জিনিসটা মার খায়। কারণ নাটক, অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শক মনে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠা করে। তার জন্য নাটকে ঐ সমস্ত বাহ্যিক উপকরণ খুব একটা প্রয়োজনীয় নয়। তাই তিনি স্বীকার করেছেন —

> "আমাদের দেশের যাত্রা আমার ওই জন্য ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া ওঠে। কাব্যরস যেটা আসল জিনিষ, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে। মালিনী যখন তাহার পুষ্প বিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে, তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আস্ত আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কী দরকার আছ। একা মালিনীর মধ্যে সমস্ত বাগান জাগিয়া উঠে। তাই যদি না হইবে, তবে মালিনীরই বা কী গুণ, আর দর্শকগুলোই বা কাঠের মূর্তির মতো কী করিতে বসিয়া আছে।... ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই

নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল; কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে তাই মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট, আলোকসজ্জা এসব বর্জন করেছেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছেলে-মেয়েরা যেসব নাটকের অভিনয় করেছেন, সে সব নাটক খোলা জায়গায়, বিনা সজ্জায়, হ্যারিকেন বা হ্যাজাকের আলোয় অভিনীত হয়েছে। তাতে সংলাপ হিসাবে গানের বা পদের আধিক্য যেমন আছে, তেমনিই আছে নাচ। অভিনেতা ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ব্যবহৃত সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদেই অভিনয় করেছেন। একতারা, ডুগডুগি, ঢোল, কাঁসি, খোল-করতাল বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে. পরবর্তীকালে নন্দলাল বসু, রামকিঙ্কর বেইজ প্রমুখ রবীন্দ্র পার্ষদরা নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে একরকম জোর করে সাজসজ্জা, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরকে নিরস্ত করতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু তিনি নিজে নাটকে লোকনাট্যের প্রভাবকে স্বীকার করেছিলেন।